দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ .. 15 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। তাই এর গঠন-কাঠামো, পাঠদান পদ্ধতি, সিলেবাস, পাঠ্যক্রম, ভর্তি পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, সনদপত্রের মান, ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে পাঠকের সম্ভাব্য কৌতূহল নির্ধারণের জন্য সাক্ষাৎকারভিত্তিক অত্র প্রতিবেদনটি লিখিত হয়েছে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আব্দুল ওয়াহিদ ও আহমদ সেলিম রেজা

বিশেষ সাক্ষাৎকারে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসংস্থান ও উন্নয়নমূলক শিক্ষায় জাতিকে সম্পৃক্ত করতে চায়

ডঃ শমসের আলী

প্রশ্ন : উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারণা আপনার মধ্যে কিভাবে বিকাশ লাভ করল, অনুগ্রহপূর্বক বলবেন কি?

উত্তর : উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা আমার প্রথম হয় ১৯৭৬ সালে। আমি তখন জার্মানীর হাইডেলবার্গে। বৃটেনের ওপেন ইউনিভার্সিটি মাত্র কিছুদিন হলো হয়েছে। আমি সেখানে বসে তাদের কিছু বই পড়লাম। বইগুলোর স্ট্যান্ডার্ড দেখে আমার মনে হলো যে, এত ভাল বই- যে বই নিজে পড়ে বোঝা যায় এ রকম বই যদি আমরা ওই সব লোকের হাতে তুলে দিতে পারি, যারা কোন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারেনি, জীবনে ঢুকে পড়েছে আগে-ভাগে বা নানা কারণে- তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ হয়নি- তারা যদি কোন বিষয়ে এ ধরনের বই পড়ে এবং বইয়ের উপর ভিত্তি করে তারা যদি অডিও-ভিডিও প্রোগ্রামস দেখতে পেত তবে পুরো বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা ভালো হত। পাসের কথা বাদই দিলাম, ধারণা ভালো হলে পাস তো এমনিতেই করা যায়। তখন আমার মনে হলো যে, আমাদের দেশে শিক্ষকের সংখ্যা কম। অথচ শিক্ষার্থীর ভিড় এত বেশী যে, সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতেও পারে না, তারা নানা পেশায় ঢুকে পড়ে খুব আগে-ভাগে অথচ উচ্চ শিক্ষার দ্বার তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমার মনে হলো এ ধরনের একটা সিস্টেম আমাদের দেশে চালু করলে কেমন হয়। আমি '৭৬ সালে ফিরে এসে রেডিও ও টিভিতে বলতে থাকি এবং খুব শিগগিরই অন্যান্য দু'একজনও এ বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তীতে দেশের মধ্যে একটা সাড়া জাগে। তবে আমি বলবো যে, আমরা খুব ধীরে ধীরে এগিয়েছি। জিয়াউর রহমানের সরকারের সময় এ দূরশিক্ষণ সম্পর্কে উৎসাহ সৃষ্টি হয়। আগে যেটা Bangladesh Institute of Distance Education (বাইড) বলে লোকে জানতো তা এ প্রচেষ্টারই ফল। পরবর্তীতে এডিবির লোন নিয়েছে বাংলাদেশ। এই লোনের উপর ভিত্তি করে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার প্রকল্প বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেন। এভাবে সেই '৭৬ থেকে বলতে গেলে '৯২- এই ১৬ বছর ধরে আমরা একটা আইডিয়া বা একটা ধারণা বাস্তবে রূপায়ণ করতে পারলাম। এতে বিভিন্ন মহলের অনেক সহযোগিতা রয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ব্যক্তি এ ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছেন। ক'জনের নাম আর বলবো। তবু অনেকে ভাবতে পারেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে ১৬ বছর কেন লাগল। বৃটেনেও কিন্তু বেশ সময় লেগেছিল। ১৯৬১ সালে তারা লেবার গভর্নমেন্ট ওপেন ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে কথা বলেন এবং এটা চালু হয় ১৯৬৯ সালে। ৮ বছর তারা এ নিয়ে Debate করেছিল। এটি একটি অত্যন্ত নতুন ধারণা। কারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে না এসে নিজ নিজ জায়গায় থেকে, কর্মক্ষেত্রে থেকে বা বাসায় বসে, মাঠে বসে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ পাচ্ছি এবং রেডিও-টেলিভিশনকে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হচ্ছে এবং একটা Multi Media Package অর্থাৎ কিছু পড়া, কিছু দেখা, কিছু শোনা- এর মাধ্যমে শিক্ষাদান করা যায়। এ একটা নতুন ধারণা এবং এ ধারণা সফল হতে পেরেছে শুধুমাত্র Information technology বা তথ্য বিপ্লবের ফলে।

প্রশ্ন : উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান পদ্ধতি ও এর ফলাফলের সাফল্য সম্পর্কে আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন?

উত্তর : উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান পদ্ধতির কথা তো বললামই যে, এটা হচ্ছে কিছু পড়া, কিছু শোনা, কিছু দেখা। যিনি ভর্তি হবেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিষয়ে, তাকে কিছু বই দেয়া হবে একটি ফীর বিনিময়ে। তিনি বইগুলো বাসায় পড়তে থাকবেন। এই বইয়ের উপর ভিত্তি করে যে সব রেডিও-টেলিভিশন প্রোগ্রাম করা হবে তিনি সেগুলো দেখবেন, যদি তিনি না দেখতে পারেন এ প্রোগ্রামগুলো অর্থাৎ সে সময় যদি তার কাছে রেডিও না থাকে, টেলিভিশন না থাকে, তা হলে তিনি পরবর্তিতে এই ক্যাসেটগুলো উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-এর কোন একটি রিজিওন্যাল ক্যাম্পাস থেকে নিয়ে শুনতে ও দেখতে পারেন। এই যে কিছু পড়া, কিছু দেখা, কিছু শোনা- এটাই হলো আসলে মাল্টি মিডিয়া প্যাকেজ।

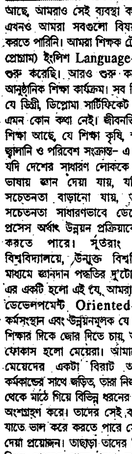

শিক্ষকের সংগে যে একেবারেই যোগাযোগ থাকবে না, তা নয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা মেইন ক্যাম্পাস থাকবে, ১০টা রিজিওনাল সেন্টার থাকবে, ৮১টা টিভি সেন্টার থাকবে। রিজিওনাল সেন্টারগুলো দেশের বিভিন্ন ১০ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে, স্টাডি সেন্টারগুলো আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেই হবে, সেগুলোর প্রচলিত কার্যক্রমের সময়কালের বাইরেই সেগুলো ব্যবহার করা যাবে। আর আমাদের মেটেরিয়েলগুলো এই রিজিওন্যাল সেন্টারে পাওয়া যাবে, স্টাডি সেন্টারে পাওয়া যাবে। সুতরাং যদি কেউ মিস করেন কোন অডিও প্রোগ্রাম, ভিডিও প্রোগ্রাম, তাহলে এই রিজিওন্যাল সেন্টারে গিয়ে তিনি সেখানে পেতে পারেন। -ও যে কথা বলছিলাম, একেবারেই শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ থাকবে না তা নয়, হয়তো দু'সপ্তার মধ্যে একবার বিশেষ এক অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা ঐ অঞ্চলের কোন একটা স্টাডি সেন্টারে গিয়ে (ঐ স্টাডি সেন্টারটা হতে পারে একটা কলেজ) বলতে পারেন : আমরা রেডিও-টেলিভিশনে এটা শুনেছি, বইতে এটা দেখেছি- তবুও আমাদের মনে কিছু খটকা আছে, কিছু প্রশ্ন আছে। তাদের এ সব প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য একটা Face to Face communication বা Face to Face tutorial ব্যবস্থা করা যেতে পারে মাসে দু'বার। অন্য দেশেও এই ব্যবস্থা

আছে, আমরাও সেই ব্যবস্থা করছি। তবে এখনও আমরা সবগুলো বিষয় প্রবর্তিত করতে পারিনি। আমরা শিক্ষক ট্রেনিং (বিএড প্রোগ্রাম) ইংলিশ Language- এ দু'টো শুরু করেছি। আরও শুরু করেছি কিছু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম। সব শিক্ষার্থীকেই যে ডিগ্রী, ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। জীবনভিত্তিক কিছু শিক্ষা আছে, যে শিক্ষা কৃষি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জ্বালানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত- এ সব বিষয়ে যদি দেশের সাধারণ লোককে খুব সহজ ভাষায় জ্ঞান দেয়া যায়, যদি তাদের সচেতনতা বাড়ানো যায়, তবে সেই সচেতনতা সাধারণভাবে ডেভেলপমেন্ট প্রসেস অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। সুতরাং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে জ্ঞানদান পদ্ধতির দু'টো ফোকাস- এর একটি হলো এই যে, আমরা Job এবং ডেভেলপমেন্ট Oriented-এ অর্থাৎ কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নমূলক যে শিক্ষা সেই শিক্ষার দিকে জোর দিতে চায়, আর দ্বিতীয় ফোকাস হলো মেয়েরা। আমাদের দেশে মেয়েদের একটা বিরাট অংশ কৃষি কর্মকান্ডের সাথে জড়িত, তারা নিজ নিজ ঘরে থেকে মাঠে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের কৃষি কাজে অংশগ্রহণ করে। তাদের সেই কাজটা তারা যাতে ভাল করে করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। তাছাড়া তাদের নিজস্ব কিছু বিষয় থাকতে পারে (যেথা নার্সিং, শিশু পরিচর্যা, পুষ্টি-জ্ঞান ইত্যাদি)। এখানে এ সব বিষয়েও আমাদের একটা ফোকাস থাকবে অর্থাৎ ফোকাস থাকবে কর্মসূচী শিক্ষার প্রতি, Education ফোকাস থাকবে মেয়েদের শিক্ষার উপর। যে শিক্ষা জীবনের জন্য প্রয়োজন তার জন্য সব আয়োজন করতে পারলে, সে আয়োজনে সাফল্য আসবে- তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন : উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ও কারিকুলামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাবের পাঠকদের সামনে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরতে চাই, সে ক্ষেত্রে আপনি সংক্ষেপে কিছু বলবেন কি?

উত্তর : অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সিলেবাস ও কারিকুলাম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ও কারিকুলাম তার থেকে তো আলাদা হলে চলবে না। কারণ এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে ডিগ্রী নেবে সে ডিগ্রী তো অন্যের সমপর্যায়ের হতে হবে। সুতরাং সিলেবাস ও কারিকুলামে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য হচ্ছে পাঠদান পদ্ধতিতে। এখানে ধরে নেয়া হবে, সেহেতু শিক্ষার্থী শিক্ষালয়ে-বিদ্যালয়ে আসতে পারছেন না, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পারছেন না- তাকে যে ম্যাটেরিয়েলটি, যে বইটি তুলে দেয়া হবে, সে বইটি এমনভাবে লেখা হবে- ধরে নেয়া হবে যে, শিক্ষার্থী এর আগে এ বই পড়েননি। শিক্ষার্থী কোন কিছুই জানেন না। সুতরাং বিষয়টি সহজ-সরল করে লেখা উচিত এবং এত ঝরঝরে করে লেখা উচিত যে, প্রথম পাঠেই যেন বোঝা যায়। কোন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় Successfull তখনই হয়, যখন এই কোর্সগুলো ভালো করে লেখা হয় এবং এখানে কোর্স লেখাটা ঠিক সাধারণ লেখার মত নয়। এটা Modular Form-এ লিখতে হয়। প্রত্যেকটা লেখার সংগে একটি একটি ভিটি থাকে, একটা উদ্দেশ্য থাকে। সুতরাং এ লেখার জন্য সাধারণ অনেক লেখককে এ ব্যাপারে একটা ট্রেনিংও দেয়া যেতে পারে যে, কি করে লেখা হয় এবং লেখেন সাধারণ একজন না, গ্রুপে মিলে। সুতরাং এই যে ক্রেডিট বা স্বীকৃতি- এই স্বীকৃতিটা সবাই ভাগাভাগি করে নেন। ওপেন ইউনির্ভাসিটির acceptটা সাধারণত একটা ওয়ার্কশপ করা হয়, সেখানে সিলেবাস ও কারিকুলামের ব্যাসিসে ম্যাটেরিয়াল ডিস্ট্রিবিউট করে দেয়া হয়। সবাই লেখেন, সে লেখাগুলো জড়ো করা হয়, সেই লেখাগুলোকে Select করা হয়, রিভাইজ করা হয় আবার দেখা হয়। পরে যখন দাঁড়িয়ে যায়, বইটা সেই বইয়ের ওপর ভিত্তি করে রেডিও-টেলিভিশন করা হয়। কিছু দিন পর পর বইটা Update করা হয় যাতে সে বিষয়ে হালে একটি সাম্প্রতিক জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে accomodate করা যায়।

দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 15 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

প্রশ্ন : উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতির সাথে অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন মিল নেই। এই অমিলের সাথে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্রের গুণগত ও মানগত ভ্যালুর কোন অবমূল্যায়নের আশংকা করা যায় কি-না?

উত্তর : উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মানগত ও গুণগত সনদপত্রের ভ্যালুর তো প্রশ্ন ওঠে না; বরং আমি বলবো যে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ-এর মূল্য আরো বাড়বে এ কারণে যে, সাধারণত আমরা এ পর্যন্ত দেশে যে টেস্ট করি পরীক্ষায়, পরীক্ষাগুলোর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা স্মরণশক্তি পরীক্ষা করি যে, কার কতটা স্মরণশক্তি আছে, তারই যেন পরীক্ষা করা হয়, সব মুখস্থ করেন সবাই তাদের বিষয় এবং সেখানে সেই মুখস্থ করা বিদ্যা পরীক্ষায় জাহির করেন। পাসও করে যায়, আমরা এখানে একটু অন্যরকম ধরনের করতে চাই। আমরা যেহেতু বলেছি খুব সহজ-সরল করে বোঝাবো। বোঝানোটার দিকেই আমাদের Tendency অর্থাৎ একদিন যদি জিনিস ভালো করে বোঝে তা হলেই তো সে জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। তাতেই তারা ইন্টারেস্ট পাবে। আর বুঝেই যদি গেলো, তা হলে আমার প্রশ্নের সময় মুখস্থ করতে হবে কেন? সুতরাং এখানে আমরা যে টেস্ট করবো Will test be candidate for understanding অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী কতটুকু বুঝলো সেটা বুঝবার জন্যেই আমাদের প্রশ্নগুলো করা হবে- কতখানি মুখস্থ করতে পারলো, তা বুঝবার জন্য নয়। সুতরাং absuqute ভেতরের যে Conceptগুলো তা ক্লিয়ার হয়েছে কি-না সেগুলো আমরা বুঝবার চেষ্টা করবো। আর সে কারণেই আমরা মনে করি যে, আমাদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা বেরুবে তাদের মানটা বাড়বে ঠিক ও-কারণেই। চলবে